ইউনিট - ১২

উপাখ্যান - ২

ভূমিকা

ইউনিট-১২-তে ইউনিট-১১-এর মতই উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে। তিনটি উপাখ্যানের প্রতিটিকে ২টি পাঠে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। প্রতি দুটি পাঠ মিলিয়ে একটি সমগ্র উপাখ্যান পাওয়া যাবে। বর্ণিত উপাখ্যান তিনটি হল, নামমাহাত্ম্য, ধর্মবল ও মৈত্রেয়ীর অমৃতত্ব লাভ।

'নামমাহাত্ম্য' উপাখ্যানে (পাঠ-১ ও ২) বলা হয়েছে, ইষ্ট দেবতার নামের গুণে পাপীও উদ্ধার পায়। শুধু উদ্ধারই পায় না, মহাপুরুষে পরিণত হতে পারে– উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে এ– কথা তুলে ধরা হয়েছে। রত্নাকর দস্যু নামের গুণে মহর্ষি বাল্মীকিতে পরিণত হয়েছিল–এই হল নামমাহাত্ম্য উপাখ্যানের বিষয়বস্তু।

ধর্ম ধার্মিককে রক্ষা করে। ধর্মের বল বা ধর্মনিষ্ঠা মানুষকে মহৎ করে। রাজা উশীনর ধর্মবলে বলীয়ান ছিলেন। তাঁর ধর্মনিষ্ঠার কাহিনী 'ধর্মবল' উপাখ্যানটির (পাঠ-৩ ও ৪) বিষয়বস্তু।

অমৃত হচ্ছে যা মানুষকে অমর করে। ঈশ্বর বা ব্রহ্মের চিন্তাই মানুষের আত্মাকে পবিত্র করে, তাকে অমর করে রাখে। ব্রহ্মজ্ঞানই অমৃতত্ব লাভের উপায়। ধনসম্পদ বা বিষয়াদির ভোগে স্থায়ী বা চূড়ান্ত তৃপ্তি নেই। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের পত্নী মৈত্রেয়ী এই ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অমৃতত্ব লাভ করেছিলেন– এই হল 'মৈত্রেয়ীর অমৃতত্ব লাভ' উপাখ্যানটির (পাঠ-৫ ও ৬) বিষয়বস্তু।

উপাখ্যানগুলোর মধ্য দিয়ে আমরা ধর্ম বিষয়ে প্রেরণা পাব এবং আমাদের ব্যক্তিজীবনে ও সমাজ-জীবনে সেই শিক্ষাকে আমরা কাজে লাগাব। তাহলে ব্যক্তিজীবন ও সমাজ শান্তিপূর্ণ হবে।

পাঠ–১ নামমাহাত্ম্য–১

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নামমাহাত্ম্য-১-এ বর্ণিত বিষয়বস্তু বর্ণনা করতে পারবেন।
- একজনের পাপের ভাগী অন্য কেউ হয় না, একথা বুঝিয়ে বলতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

অনেক কাল আগের কথা।

চ্যবন মুনির পুত্র রত্নাকর মুনিপুত্র হয়েও ছিল দুর্ধর্ষ দস্যু। সে লোহার গদা নিয়ে বনের মধ্যে লুকিয়ে থাকত। কোন পথিক তার নাগালের মধ্যে এলেই তাকে হত্যা করে তার সর্বস্ব লুণ্ঠন করত। এই ছিল তার জীবিকা। এভাবে সে অনেক দিন ধরে বহু পথিককে হত্যা করে চলেছিল।

একদিন সন্ন্যাসীর বেশ ধরে ব্রহ্মা আর নারদ সেই বনপথে আবির্ভূত হলেন। বিকেল বেলা। রত্নাকর ধরেই নিয়েছিল সেদিন সে আর কোন পথিকের দেখা পাবে না। সন্ন্যাসী দুজনকে দেখে সে আশান্বিত হয়ে উঠল। গদা হাতে সে ধেয়ে এল। ব্রহ্মার মায়ার প্রভাবে রত্নাকর দস্যু গদা তুলতেই পারল না। তুলবে কি করে? তার ডান হাতই যে অবশ হয়ে গেছে। শত চেষ্টা করেও সে হাত নাড়তে পারল না।

ব্রহ্মা তখন হেসে বললেন,

– হে দস্যু, তুমি তো আমাদের হত্যা করতে এসেছ। তুমি কি জান না নরহত্যা মহাপাপ? তুমি দিনের পর দিন এই মহাপাপ করে চলেছ। কেউ কি তোমার এ পাপের ভাগী হবে?

রত্নাকর বলল,

– পাপ-পুণ্য আমি জানি নে। আমি পথিকদের হত্যা করে যা পাই, তা দিয়ে বাবা, মা আর স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করি। নরহত্যা যদি পাপ হয়, তা হলে যারা আমার উপার্জনে বেঁচে রয়েছে, তারাও আমার পাপের ভাগী অবশ্যই হবে।

রত্নাকরের এ কথা শুনে ব্রহ্মা হাসিমুখে বললেন,

– না হে দস্যু, অন্য কেউ তোমার পাপের ভাগী হবে না। যদি আমার কথা তোমার বিশ্বাস না হয়, তাহলে বাড়ি গিয়ে তোমার বাবা- মা আর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস কর। তারপর এসে আমাদের বল। আমরা এখানে অপেক্ষা করছি।

রত্নাকর বলল,

– হ্যাঁ, আমি তোমাদের রেখে বাড়ি যাই, আর তোমরা পালাও!

– না, না, পালাব কেন? তুমি আমাদের ঐ গাছের সাথে বেঁধে রেখে যাও।

কথাটা রত্নাকরের মনে ধরল। সে ব্রহ্মা আর নারদকে একটা গাছের সাথে বেঁধে রেখে বাড়ি গেল। বাড়ি গিয়ে রত্নাকর প্রথমে গেল বাবার কাছে। বাবাকে সে জিজ্ঞেস করল,

ব্রহ্মা, নারদ ও দস্যু রত্নাকর

– বাবা আমি দস্যু। মানুষ মেরে যা পাই, তা দিয়ে সংসার চালাই। এতে নাকি আমার পাপ হয়? যদি পাপই হয়, তাহলে আপনি কি আমার পাপের ভাগী হবেন?

রত্নাকরের বাবা বললেন,

— বাবা রত্নাকর, আমি বুড়ো হয়েছি। এখন আর খাটতে পারি নে। আমি অসহায়। তুমি আমার পুত্র। সবল যুবক। এখন তুমি আমাকে প্রতিপালন করবে, এই তো সমাজের নিয়ম। তুমি এ জন্যে পাপ করবে, সমাজ তো তা বলে দেয় নি। তুমি কোন পথে উপার্জন করছ, তা তোমার ব্যাপার। আমি তোমার পাপের ভাগ নিতে যাব কেন?

পিতার কথা শুনে রত্নাকর চিন্তিত হল। চিন্তা করতে করতে সে গেল তার মায়ের কাছে। মাকেও সে একই প্রশ্ন করল। মা বললেন,

— বাছা, আমি তোমার মা। মায়ের ঋণ কোন সন্তানই শোধ করতে পারে না। মাকে ভরণ-পোষণ করা সমর্থ ছেলের কর্তব্য। তোমার কর্তব্য তুমি করছ। তোমার পাপের ভাগ আমি তো নিতে পারি নে বাছা!

শেষে রত্নাকর গেল তার স্ত্রীর কাছে।

তার স্ত্রী বলল,

— দেখ। আমি তোমার স্ত্রী—সহধর্মিনী। স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ করা স্বামীর ধর্ম। আমাকে ভরণ-পোষণ করতে গিয়ে তুমি যদি পাপ কর, সে পাপ আমার ওপর বর্তাবে না। তবে তোমার পুণ্যের ভাগ আমি পাব। পিতা-মাতা ও স্ত্রীর কথা শুনে রত্নাকর উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। সন্ন্যাসীরা তো ঠিকই বলেছে। যাদের ভরণ-পোষণের জন্য সে পাপ করছে, কেউ তার পাপের ভাগী হবে না? এখন সে কেমন করে এ মহাপাপ থেকে উদ্ধার পাবে? অনুশোচনায় দগ্ধ হতে লাগল সে।

সারাংশ

চ্যবন মুনির পুত্র রত্নাকর মুনিপুত্র হয়েও বনপথে দস্যুবৃত্তি করে জীবিকা অর্জন করত। একদিন সন্ন্যাসীবেশে ব্রহ্মা ও নারদ তার কাছে এলেন। ব্রহ্মার কাছ থেকে রত্নাকর জানতে পারল যে, তার পিতা, মাতা, স্ত্রী প্রভৃতি পোষ্যদের কেউ তার পাপের ভাগী হবে না। তখন নিজের মহাপাপের ভয়াবহ পরিণতির কথা ভেবে তার অনুশোচনা হল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. কে দস্যুবৃত্তি করে জীবিকা অর্জন করত?

ক. গুণাকর | খ. রত্নাকর

গ. দিবাকর | ঘ. সুধাকর

২. রত্নাকরের পিতার নাম কি?

ক. বিশ্বামিত্র | খ. চরণ

গ. চ্যবণ | ঘ. ব্রহ্মা

৩. রত্নাকরের পাপের ভাগী তার পরিবারের কেউ হবে কিনা এ-কথা তাকে কে জানতে বলেছিলেন?

ক. নারদ | খ. ব্রহ্মা

গ. চ্যবণ | ঘ. বাল্মীকি

৪. রত্নাকরের পিতা, মাতা ও স্ত্রী তার কিসের ভাগী হতে চান নি?

ক. পুণ্যের | খ. পাপের

গ. নর হত্যার
ঘ. ভরণ-পোষণের

৫. পিতা, মাতা ও স্ত্রীর উত্তর শুনে রত্নাকরের কি প্রতিক্রিয়া হল?
ক. সে রেগে গেল
খ. সে সকলকে প্রহার করল
গ. সে হেসে ফেলল
ঘ. সে উদ্বিগ্ন হল

পাঠ-২ নামমাহাত্ম্য-২

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নামমাহাত্ম্য-২-এ প্রদত্ত কাহিনী বর্ণনা করতে পারবেন।
- রত্নাকরের চরিত্র বর্ণনা করতে পারবেন।
- নামমাহাত্ম্যে পাপীও উদ্ধার পায় তা বুঝিয়ে বলতে পারবেন।
- রত্নাকর দস্যু কিভাবে মহর্ষি বাল্মীকিতে পরিণত হল, তা বলতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

মহাপাপের ভয়াবহ পরিণতির দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে রত্নাকর ছুটে গেল বনে, যেখানে সে সন্ন্যাসীদের গাছের সাথে বেঁধে রেখে বাড়ি এসেছিল। কাঁদতে কাঁদতে সে সন্ন্যাসীদের বাঁধন খুলে দিল।

তারপর সন্ন্যাসীরূপধারী ব্রহ্মাকে বলল

– আমার পিতা, মাতা ও স্ত্রীর মধ্যে কেউ আমার পাপের ভাগ নেবে না। আমি মহাপাপী, আমি মহাপাপী! আমি কিভাবে এই পাপ থেকে মুক্তি পাব, দয়া করে আমাকে বলে দিন। ব্রহ্মার পায়ে পড়ে সে বিলাপ করতে লাগল।

রত্নাকরের কান্না দেখে ব্রহ্মার মন সিক্ত হল করুণায়। তিনি বুঝলেন, রত্নাকরের মনে কৃত পাপের জন্য অনুশোচনা এসেছে। অনুশোচনা পাপ থেকে মুক্তির প্রথম সোপান।

ব্রহ্মা রত্নাকরকে আশ্বস্ত করলেন। তিনি তাকে বললেন,

– ওঠ, রত্নাকর। তোমার পাপ দূর করার ব্যবস্থা আমি করছি। যাও, পুকুর থেকে স্নান করে এস।

রত্নাকর পুকুরে গেল স্নান করতে। কিন্তু, একি! তার সামনে থেকে পুকুরের জল শুকিয়ে যাচ্ছে। জলের অভাবে তার স্নান হল না। স্নান না করেই সে ব্রহ্মার কাছে ফিরে এল। ব্রহ্মা তখন তাঁর কমণ্ডলু থেকে রত্নাকরের মাথায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিলেন। গঙ্গাজলে সিক্ত হয়ে ব্রহ্মার নির্দেশে উপবেশন করল রত্নাকর। ব্রহ্মা তাকে ‘রাম’ নামে দীক্ষা দিলেন। তারপর রত্নাকরকে তিনি বললেন,

– তুমি রামনাম জপ কর। তা হলে দেখবে নাম জপ করতে করতে তোমার পাপ দূর হয়ে গেছে।

রত্নাকর উচ্চারণ করতে চাইল, ‘রাম’। কিন্তু রামনাম উচ্চারণ করতে পারল না। ব্রহ্মা তখন বললেন,

—মহাপাপে তোমার জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে গেছে, রত্নাকর। তুমি এক কাজ কর। তুমি 'মরা মরা' বলতে থাক। দুবার 'মরা' বললে একবার 'রাম'নাম উচ্চারিত হবে। এভাবে তোমার মুখে 'রাম'নাম এসে যাবে। আমরা আবার তোমার কাছে আসব।

এ-কথা বলে অন্তর্হিত হলেন ব্রহ্মা ও নারদ। মর্ত্য থেকে তাঁরা চলে গেলেন দেবলোকে।

রত্নাকর ব্রহ্মার প্রদর্শিত যোগাসনে বসে এক মনে 'মরা মরা' জপ করে যাচ্ছে। এ-ভাবে উচ্চারিত হয়ে যাচ্ছে রামনাম।

"সামনের উঁইয়ের ঢিবি থেকে অবিরাম 'রাম'নাম ধ্বনিত হচ্ছে"

বহুদিন পর ব্রহ্মা এলেন সেই বনপথে। চলতে চলতে তিনি শুনতে পেলেন, কে যেন একটানা 'রাম'নাম জপ করে চলেছে। কিন্তু তিনি ধারে-কাছে কাউকে দেখতে পেলেন না। কৌতূহল বেড়ে গেল তাঁর। কিছুক্ষণ ভালভাবে খেয়াল করার পর তিনি ধরতে পারলেন, সামনের উইয়ের ঢিবি থেকে অবিরাম রামনাম ধ্বনিত হচ্ছে। ব্যাপার কি দেখার জন্য ব্রহ্মা বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্রকে স্মরণ করলেন। ইন্দ্রদেব এসে ব্রহ্মার নির্দেশে অবিরাম বৃষ্টিধারায় উইয়ের ঢিবির মাটি ভিজিয়ে দিলেন। বৃষ্টির ধারায় মাটি ধুয়ে গেল আর তখন সেখানে দেখা গেল একটি মানুষের কঙ্কাল। সেই কঙ্কাল থেকেই ধ্বনিত হচ্ছে অবিরাম 'রাম'নাম। ব্রহ্মার প্রভাবে কঙ্কালের গায়ে রক্তমাংস যুক্ত হল। ব্রহ্মা দেখলেন, এই সেই রত্নাকর।

ব্রহ্মা রত্নাকরকে বললেন,

—বৎস রত্নাকর, রামনামের গুণে তোমার সমস্ত পাপ দূর হয়ে গেছে। তুমি এখন নিষ্পাপ পবিত্র মুনিতে পরিণত হয়েছ। তুমি যখন রাম নামে বিভোর ছিলে তখন তোমার শরীর ঘিরে সৃষ্ট হয়েছিল বল্মীকের স্তূপ।

উই পোকার ঢিবিকেই বলা হয় বল্মীক।

ব্রহ্মা রত্নাকরকে আরও বললেন, বল্মীকের স্তূপে ঢাকা পড়ে গিয়েছিলে তুমি। এজন্যে আজ থেকে তোমার নাম হল বাল্মীকি।

এই বাল্মীকিই পরে শ্রীরামচন্দ্রের মাহাত্ম্য নিয়ে সংস্কৃত ভাষায় 'রামায়ণ' রচনা করেছিলেন।

'একবার নাম নিলে যত পাপ হরে।
মানুষের সাধ্য নাই তত পাপ করে॥'

ইষ্ট দেবতার নামের এমনই গুণ, এমনই মাহাত্ম্য! নামের গুণেই দস্যু রত্নাকর হল মহর্ষি বাল্মীকি।

সারাংশ

রত্নাকর ব্রহ্মার পায়ে পড়ে পরিত্রাণের উপায় জানতে চাইল। ব্রহ্মা তাকে 'রাম'নাম উচ্চারণ করতে বললেন। কিন্তু সে 'রাম'নাম উচ্চারণ করতে পারল না। কারণ পাপে তার জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে গেছে। তখন ব্রহ্মা তাকে 'মরা মরা' বলতে বললেন । দুবার 'মরা' বললে একবার 'রাম' হয়ে যায়। এভাবে রামনাম করতে করতে বল্মীকের স্তূপে ঢাকা পড়ে গেল রত্নাকর। নামমাহাত্ম্যে তার সমস্ত পাপ দূর হয়ে গেল। ব্রহ্মা তাকে নিষ্পাপ মুনি বলে অভিহিত করলেন এবং তার নাম দিলেন বাল্মীকি। এই বাল্মীকিই সংস্কৃত ভাষায় রামায়ণ রচনা করেছিলেন। নামমাহাত্ম্যে পাপ দূর হয়ে যায়, মানুষ হয় নিষ্পাপ ও পবিত্র।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. কিসের দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে রত্নাকর বনে ছুটে গিয়েছিল?
ক. পিতার অসুখের
খ. খাবার না পাওয়ার
গ. স্ত্রীর মৃত্যুর
ঘ. মহাপাপের

২. রামনাম জপ করতে করতে রত্নাকর কিসের দ্বারা ঢাকা পড়েছিল?
ক. বল্মীকের স্তূপ
খ. লতাপাতা
গ. ইঁদুরের মাটি
ঘ. শুকনো পাতা

৩. বল্মীকের স্তূপে ঢাকা পড়েছিল বলে ব্রহ্মা রত্নাকরের নতুন কি নামকরণ করলেন?
ক. বল্মীকেশ্বর
খ. বল্মীকনাথ
গ. বল্মীক
ঘ. বাল্মীকি

৪. বাল্মীকি কোন গ্রন্থ রচনা করেছিলেন?
ক. মহাভারত
খ. ভাগবত
গ. রামায়ণ
ঘ. বেদ

৫. রত্নাকরের পাপ কিভাবে দূর হয়েছিল?
ক. রামের সেবা করে
খ. রামনামের মাহাত্ম্যে
গ. জীবের সেবা করে
ঘ. যোগসাধনা করে

পাঠ-৩ ধর্মবল-১

উদ্দেশ্য

এ পাঠ থেকে আপনি-

- ‘ধর্মবল’ উপাখ্যানটির পাঠ-৩-এ প্রদত্ত অংশটুকু বর্ণনা করতে পারবেন।
- রাজা উশীনরের চরিত্র সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

অনেক কাল আগের কথা। সে-কালে রাজবংশ হিসেবে চন্দ্রবংশের ছিল খুবই খ্যাতি। এই চন্দ্রবংশে উশীনর নামে এক রাজা ছিলেন।

অসাধারণ ছিল তাঁর ধর্মবল। ধর্মরক্ষার জন্য তিনি নিজের জীবন দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। তিনি ধর্মপথে চলতেন। আর ধর্মরক্ষা করতেন বলে ধর্মও তাঁকে রক্ষা করত।

শুধু পৃথিবীতেই নয়, স্বর্গেও প্রশংসিত হতেন রাজা উশীনর। স্বর্গের দেবতারা মর্ত্যের কারও ধর্ম-কর্ম সম্পর্কে কথা উঠলে উশীনরের নাম দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করতেন।

একদিন দেবতাদের এক সভায় ঠিক হল, উশীনরের ধর্মবলের পরীক্ষা নিতে হবে। তাহলে বোঝা যাবে উশীনবের ধর্মবল প্রকৃতপক্ষে কতটুকু। নাকি যা শোনা যাচ্ছে তা অতিরঞ্জিত! উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে এলেন দেবরাজ ইন্দ্র এবং দেবতা অগ্নি। দুই দেবতা পরামর্শ করে পক্ষীরূপ ধারণ করলেন। দেবরাজ ইন্দ্র ধরলেন শ্যেন মানে বাজপাখির রূপ। আর অগ্নি ধারণ করলেন কপোত মানে পায়রার রূপ।

মহারাজ উশীনর তখন যজ্ঞে ব্যস্ত রয়েছেন। এমন সময়ে দেখেন, একটি শ্যেন পাখি একটি কপোতকে ধরার জন্য তাড়া করছে। ধরা পড়লে আর রক্ষা নেই। শ্যেন কপোতকে মেরে খেয়ে ফেলবে। কপোতটি প্রাণভয়ে কাঁপতে কাঁপতে রাজা উশীনরের কোলের ওপর এসে পড়ল। ভয়ার্ত কণ্ঠে কপোতটি বলল,

—হে মহারাজ, আপনি ধর্মপরায়ণ, আপনি দানশীল। আপনি আর্তের সহায়, দুঃখীর ত্রাণকর্তা, শরণাগতের আশ্রয়। আমি আপনার শরণাগত। আমাকে রক্ষা করুন।

তখন শ্যেন বলল,

— আমার কথাটাও শুনুন, মহারাজ। কপোত আমার খাদ্য। আমি খুব ক্ষুধার্ত, আমার খাদ্য আমাকে গ্রহণ করতে দিন।

উশীনর ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন,

— শরণাগতকে রক্ষা করা ধর্মের বিধান। এই কপোত আমার শরণাগত। তাকে রক্ষা না করলে আমার অধর্ম হবে। তাই আমি কপোতকে তোমার হাতে তুলে দিতে পারি নে।

শ্যেন বলল,

— সে কথা ঠিক। কিন্তু আমি ক্ষুধার্ত। আমি খাদ্য না পেলে মরে যাব। আর আপনি হবেন আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী। বলতে গেলে, আপনি বিবেচিত হবেন আমার হত্যাকারীরূপে। অন্যদিকে আমি মরে গেলে আমার স্ত্রী-পুত্র আমার অভাবে কষ্ট পাবে। তারাও প্রাণ হারাতে পারে। একটি প্রাণীকে বাঁচাতে গিয়ে আপনি —

বাধা দিয়ে রাজা উশীনর বললেন,

— শোন শ্যেন, কপোতের পরিবর্তে তুমি যা চাইবে তা-ই দেব। আমার সর্বস্ব তুমি নাও। তবু শরণাগত কপোতকে যে রক্ষা করতেই হবে, শ্যেন।

সারাংশ

বিখ্যাত চন্দ্রবংশে উশীনর নামে এক পরম ধার্মিক রাজা ছিলেন। উশীনরের ধর্মবল পরীক্ষা করার জন্য দেবরাজ ইন্দ্র শ্যেন পক্ষীর এবং অগ্নিদেব কপোতের রূপ ধরে উশীনরের কাছে এলেন। কাপোত হল শরণাগত। শ্যেন আক্রমণকারী। রাজা উশীনর শরণাগতকে রক্ষা করার জন্য দৃঢ়তা প্রকাশ করলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ü) চিহ্ন দিন।

১. রাজা উশীনরের ধর্ম বিষয়ক উপাখ্যানটির নাম কি?
   ক. ধর্মবল   খ. যজ্ঞবল
   গ. কর্মবল   ঘ. যোগবল

২. রাজা উশীনরের ধর্মবল পরীক্ষার জন্য কোন্ কোন্ দেবতা এসেছিলেন?
   ক. ইন্দ্র ও বরুণ   খ. চন্দ্র ও নারদ
   গ. ব্রহ্মা ও বিষ্ণু   ঘ. ইন্দ্র ও অগ্নি

৩. ইন্দ্র কিসের রূপ ধরেছিলেন?
   ক. হাতির   খ. শ্যেন পক্ষীর
   গ. কপোতের   ঘ. ময়ূরের

৪. অগ্নি কিসের রূপ ধরেছিলেন?
   ক. অশ্বের   খ. শ্যেন পক্ষীর
   গ. কপোতের   ঘ. কোকিলের

৫. ‘শরণাগতকে রক্ষা করা ধর্মের বিধান’। – কথাটি কে বলেছিলেন?
   ক. ইন্দ্র   খ. রাজা উশীনর
   গ. অগ্নি   ঘ. শ্যেন পক্ষী

পাঠ-৪ ধর্মবল-২

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ধর্মবল-২-এ বর্ণিত বিষয়বস্তু বলতে পারবেন।
- রাজা উশীনরের চরিত্র বর্ণনা করতে পারবেন।
- ধর্মবলের মাহাত্ম্য বুঝিয়ে বলতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

রাজা উশীনরের কথা শুনে শ্যেন বলল,

– আমি প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত। আমার প্রয়োজন খাদ্য। এখন ধন সম্পদ দিয়ে আমি কি করব? আপনি তো জানেন জীবজন্তু সবকিছু ত্যাগ করতে পারে, কিন্তু আহার ছাড়া বাঁচতে পারে না। আপনি আমার শিকার আটকে রাখবেন না। কপোতটিকে ছেড়ে দিন। আমি আহার করে আমার জীবন বাঁচাই।

রাজা উশীনর বললেন,

– আমি তো বলেইছি, শরণাগতকে আমি ত্যাগ করতে পারব না। যে রাজা ভীত ও শরণাগতকে রক্ষা করেন না, তাঁর রাজ্যে অমঙ্গল দেখা দেয়। তাঁর রাজ্যে বর্ষাকালে বৃষ্টি হয় না। ঠিক সময়ে বীজ বপন করলেও, তা অঙ্কুরিত হয় না। তিনি নিজের বিপদের সময় শরণাগত হলে, কেউ তাকে রক্ষা করে না, আশ্রয় দেয় না। তোমার ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য আমি অন্য মাংস এনে দিচ্ছি। তুমি খেয়ে নিজের জীবন রক্ষা কর। বল কি খাবে?

শ্যেন তখন বলল,

– ঠিক আছে আপনি তুলাদণ্ডে ওজন করে কপোতের সমপরিমাণ মাংস আপনার নিজ শরীর থেকে কেটে দিন। আমি ভক্ষণ করে তৃপ্ত হই।

সানন্দে রাজি হলেন রাজা উশীনর।

তিনি কপোতকে তুলাদণ্ডের একদিকে উঠিয়ে অন্যপাশে নিজের শরীর থেকে মাংস কেটে দিলেন।

কিন্তু একি!

এতটুকু কপোতের ওজন এত বেশি! রাজা উশীনর নিজের শরীর থেকে বারবার মাংস কেটে দিলেও কপোতের সমপরিমাণ মাংস হল না। কপোতের ওজন বেশিই থেকে গেল। তখন ধর্মপরায়ণ রাজা উশীনর নিজেই পাল্লায় উঠে বসলেন।

এ দৃশ্য দেখে শ্যেনরূপী ইন্দ্র উড়ে স্বর্গে চলে গেলেন। কপোতরূপী অগ্নি তখন নিজরূপ ধারণ করে বলতে লাগলেন, মহারাজ, আমি অগ্নি। আর দেবরাজ ইন্দ্র শ্যেন পক্ষীর রূপ ধরে এসেছিলেন। আপনার ধর্মবল কতটুকু তা পরীক্ষার জন্য আমরা ছদ্মবেশে এসেছি। আপনার ধর্মবল দেখে দেবগণ আনন্দিত। আমরা সন্তুষ্ট।

রাজা উশীনর স্তম্ভিত হয়ে শুনছেন। অগ্নিদেব বলে চলেছেন,

—নিজের জীবনের বিনিময়ে শরণাগতকে রক্ষা করার যে দৃষ্টান্ত আপনি স্থাপন করলেন, তা চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। অক্ষয় হয়ে থাকবে আপনার মহিমা।

এ-কথা বলে অগ্নিদেব অন্তর্হিত হলেন। মহারাজ উশীনরও পরমসুন্দর মূর্তি ধারণ করলেন। তারপর দেবতাদের প্রেরিত দিব্য রথে আরোহন করে স্বর্গে গেলেন।

এতটুকু কপোতের ওজন এত বেশি!

মহারাজ উশীনরের ধর্মবলের কথা শুনে সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগল। অর্থবল, জনবল ও ধনবলের চেয়ে ধর্মবল অনেক বড়। ধর্ম রক্ষা করা কর্তব্য। ধর্ম রক্ষিত হলে ধার্মিককে রক্ষা করে। ধর্মবলের এমনই মাহাত্ম্য!

সারাংশ

রাজা উশীনর তখন শ্যেনকে তিনি অনুরোধ করলেন অন্য মাংস নিতে। শ্যেন কপোতের সম-পরিমাণ মাংস রাজার নিজ শরীর থেকে কেটে দিতে বলল। রাজা উশীনর রাজি হলেন। কিন্তু কপোতের ওজন এত বেশি হয়ে গেল যে রাজা শরীর থেকে বারবার মাংস কেটে দিলেও কপোতের ওজনের সমান হল না। তখন রাজা নিজেই পাল্লায় উঠে বসলেন। এ দৃশ্য দেখে শ্যেনরূপী ইন্দ্র স্বর্গে চলে গেলেন। কপোতরূপী অগ্নি নিজ মূর্তি ধারণ করে বললেন যে রাজা উশীনরের ধর্মবল দেখে দেবগণ সন্তুষ্ট। রাজা উশীনরের এই ধর্মবলের কথা অমর হয়ে রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১২.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. 'আপনি আমার শিকার আটকে রাখবেন না।'– কে এ-কথা বলেছিলেন?

ক. শ্যেনরূপী ইন্দ্র   খ. কপোতরূপী অগ্নি
গ. উশীনর   ঘ. ধর্মব্যাধ

২. কার ওজন রাজার শরীর থেকে কেটে দেওয়া মাংসের চেয়েও বেশি হয়েছিল?

ক. শ্যেনরূপী ইন্দ্রের   খ. কপোতরূপী অগ্নির
গ. বলি দেওয়ার জন্য আনীত পশুর   ঘ. ময়ূররূপী কার্তিকের

৩. দেবরাজ ইন্দ্র ও অগ্নি রাজা উশীনরের কাছে কেন এসেছিলেন?

ক. যজ্ঞের ভাগ নিতে
খ. রাজাকে আশীর্বাদ করতে
গ. রাজার ধর্মবল পরীক্ষা করতে
ঘ. রাজার আমন্ত্রণে

৪. রাজা উশীনর কিভাবে স্বর্গে গেলেন?
ক. আকাশে উড়ে
খ. নিজের রথে আরোহণ করে
গ. যমদূতদের সাহায্যে
ঘ. দিব্য রথে আরোহণ করে

৫. রাজা উশীনরের কিসের কথা শুনে সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগল?
ক. বীরত্বের খ্যাতির
খ. বিশাল যজ্ঞের আয়োজনের
গ. ধর্মবলের
ঘ. দিব্য দেহসৌন্দর্যের

পাঠ-৫ মৈত্রেয়ীর অমরত্বলাভ-১

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পাঠ-৫-এ বর্ণিত 'মৈত্রেয়ীর অমরত্ব লাভ' উপাখ্যানটির প্রদত্ত অংশটুকুর বিষয়বস্তু বর্ণনা করতে পারবেন।
- মৈত্রেয়ী ও যাজ্ঞবল্ক্যের পরিচয় দিতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

মৈত্রেয়ী।
প্রাচীন কালের এক মহিয়সী নারী।
যাজ্ঞবল্ক্য নামক একজন বিখ্যাত ঋষির স্ত্রী ছিলেন তিনি।
যাজ্ঞবল্ক্যের আর একজন স্ত্রী ছিলেন। তাঁর নাম কাত্যায়নী।
মৈত্রেয়ী ছিলেন ধর্মচর্চা ও ধর্মানুষ্ঠানে আগ্রহী। স্বামী যাজ্ঞবল্ক্যের মত তিনিও ধর্মচিন্তায় ও ধর্মানুষ্ঠানে অনেকটা সময় ব্যয় করতেন। স্বামীর সঙ্গে তিনি ব্রহ্মবিদ্যা আলোচনা করে খুব আনন্দ পেতেন।
অন্যদিকে যাজ্ঞবল্ক্যের অপর স্ত্রী কাত্যায়নী ছিলেন গৃহকর্মে আগ্রহী। তিনি সংসারের প্রয়োজনীয় কাজগুলো করতেন। স্বামী সেবাকেই তিনি নিজের পরম কর্তব্য বলে ধর্ম বলে মনে করতেন।
এভাবে দুই স্ত্রী নিয়ে গার্হস্থ্য আশ্রমেই যাজ্ঞবল্ক্যের দিন কেটে যাচ্ছিল। দেখতে দেখতে যাজ্ঞবল্ক্যের বাণপ্রস্থ গ্রহণ করার বয়স হল। তখন তিনি সংসারের মায়া ছিন্ন করে বাণপ্রস্থ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলেন।
একদিন যাজ্ঞবল্ক্য দুই স্ত্রীকে ডেকে বললেন–
শোন তোমরা, শাস্ত্রানুসারে আমার বাণপ্রস্থ গ্রহণ করার বয়স হয়েছে। তাই তোমরা সন্তুষ্টচিত্তে অনুমতি দাও। তোমরা দুজনে সহোদরার মত মিলেমিশে এই আশ্রমেই থাকবে।
স্বামীর ধর্মাচরণে বাধা দেওয়া কোন স্ত্রীর পক্ষে উচিত নয়। একথা চিন্তা করে মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী চুপ করে রইলেন। যাজ্ঞবল্ক্য খুশি হয়ে বললেন,
–তোমাদের সম্মতি পেয়ে আমি আশ্বস্ত হলাম। এখন আমি আশ্রমের সমস্ত সম্পত্তি তোমাদের দুজনের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে যাব। কোন কারণে আমার অনুপস্থিতিকালে তোমাদের দুজনের মধ্যে মনের বা মতের অমিল দেখা দিতে পারে। সম্পত্তি নিয়ে তোমাদের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাতও ঘটতে পারে। তাই আগে থেকে আমি আমার সম্পত্তি তোমাদের দুজনের মধ্যে বণ্টন করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বাণপ্রস্থে যেতে চাই। মৈত্রেয়ী তখন শান্ত কণ্ঠে বললেন,
–আপনি যে ধনসম্পত্তির কথা বলছেন তা নিয়ে আমার একটা কথা আছে। শুধু আশ্রমের ধনসম্পত্তি নয়, সসাগরা পৃথিবী যদি ধনসম্পদে ভরে যায়, তা হলে তা দিয়ে আমি কি অমৃতত্ব লাভ করতে পারব? এই ধন-সম্পদ দিয়ে নানারকম যজ্ঞ করলেই কি মানুষ অমর হয়ে থাকতে পারবে? মৈত্রেয়ীর এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন যাজ্ঞবল্ক্য। বললেন,
–তা কি কখনও হয়? ধনসম্পদের দ্বারা কখনো অমৃতত্ব লাভ করা যায় না। বরং অনেক সময় ধনসম্পদ অমৃতত্ব লাভের সাধনায় বাধার সৃষ্টি করে। অনেকে আবার ধনসম্পদের দ্বারা অভাব-অনটন থেকে মুক্ত হয়ে সুখ-শান্তিতে বসবাস করতে পারে। তুমিও তা পারবে।

সারাংশ

যাজ্ঞবল্ক্য একজন ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি ছিলেন। তাঁর দুই স্ত্রী ছিল। একজন হলেন মৈত্রেয়ী আর

দ্বিতীয়জন কাত্যায়নী। মৈত্রেয়ী ছিলেন ধর্মশীলা। কাত্যায়নী ছিলেন গৃহকর্মে আগ্রহী। যাজ্ঞবল্ক্যের বাণপ্রস্থে গমনের বয়স হলে তিনি দুই স্ত্রীর মধ্যে আশ্রমের সকল সম্পত্তি ভাগ করে দিতে চাইলেন। কিন্তু ধর্মশীলা মৈত্রেয়ী বললেন যে, ধনসম্পদের দ্বারা তিনি অমৃতত্ব লাভ করতে পারবেন কিনা। তখন যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, ধনসম্পদ দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করা যায় না। বরং অনেক সময় তা ধর্মের ক্ষেত্রে বিঘ্নের সৃষ্টি করে। তবে অনেকে ধনসম্পদের দ্বারা অভাব থেকে মুক্ত হয়ে সুখ-শান্তিতে বসবাস করতে পারে। মৈত্রেয়ীও পারবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১২.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. যাজ্ঞবল্ক্যের কয় স্ত্রী ছিল?

ক. এক　　খ. দুই

গ. তিন　　ঘ. চার

২. মৈত্রেয়ী কে ছিলেন?

ক. মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী ছিলেন　　খ. মৈত্রেয়ী বিশ্বামিত্রের স্ত্রী ছিলেন

গ. মৈত্রেয়ী বশিষ্ঠের স্ত্রী ছিলেন　　ঘ. মৈত্রেয়ী ভার্গবের স্ত্রী ছিলেন

৩. যাজ্ঞবল্ক্য কোথায় যেতে চাইলেন?

ক. মানুষের দ্বারে দ্বারে　　খ. বিদেশে

গ. নগরে　　ঘ. বনে

৪. কাত্যায়নী কিসে আগ্রহী ছিলেন?

ক. গীতাপাঠে　　খ. ধর্মানুষ্ঠানে

গ. ভ্রমণে　　ঘ. গৃহকর্মে

৫. 'এই ধন-সম্পদ দিয়ে নানা রকম যজ্ঞ করতে পারলেই কি মানুষ অমর হয়ে থাকতে পারবে?'-কে একথা বলেছিলেন?

ক. কাত্যায়নী　　খ. মৈত্রেয়ী

গ. যাজ্ঞবল্ক্য　　ঘ. ব্রহ্মা

পাঠ-৬ মৈত্রেয়ীর অমরত্বলাভ-২

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- 'মৈত্রেয়ীর অমরত্বলাভ' উপাখ্যানটির পাঠ-৬-এ বর্ণিত অংশটুকু বর্ণনা করতে পারবেন।
- মৈত্রেয়ীর চরিত্র বর্ণনা করতে পারবেন।
- ব্রহ্মজ্ঞান লাভই প্রকৃত অমরত্বলাভ – একথা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

মৈত্রেয়ী বিমর্ষ হয়ে বললেন,

–'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্'– যার দ্বারা আমি অমৃতত্ব লাভ করতে পারব না তা দিয়ে আমি কি করব? ধনসম্পদের মধ্য দিয়ে যে সুখ পাওয়া যায় তা অসার। ভোগে প্রকৃত সুখ নেই। প্রকৃত সুখ ত্যাগে। ভগবান, আপনি যে ধনলাভ করে এই বিষয় সম্পত্তি পরিত্যাগ করতে চাইছেন, আপনি যে জ্ঞানে জ্ঞানী হয়েছেন, সেই জ্ঞান আমাকে দিন। আমাকে অমৃতত্ব লাভের সন্ধান দিন।

ধন-সম্পদ ও ভোগের প্রতি মৈত্রেয়ীর অনাগ্রহ এবং অমৃতত্বলাভে উৎসাহ দেখে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য খুবই আনন্দিত হলেন। তিনি প্রীতিস্নিগ্ধ কণ্ঠে মৈত্রেয়ীকে বললেন,

– শোন মৈত্রেয়ী, আমি তোমাকে অমৃতের সন্ধান দিচ্ছি। ধনসম্পদ শুধু ধনসম্পদ বলেই মানুষের প্রিয় নয়। নিজের প্রয়োজন মেটায় বলেই ধনসম্পদ মানুষের প্রিয়। ছেলেমেয়ের প্রতি পিতা-মাতার স্নেহ, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভালবাসা প্রভৃতি নিজেকে তৃপ্ত করে বলেই আনন্দময় হয়ে ওঠে। পতি, পুত্র, পত্নী, বিত্ত এমন কি স্বর্গ বা দেবতা– যার কথাই বলি না কেন, নিজের আত্মার প্রীতির জন্যেই এসব মানুষের প্রিয় হয়। আত্মাই মানুষের প্রধান প্রীতির বস্তু। পরমাত্মার অংশ হিসেবে এই আত্মাই সর্বত্র বিস্তৃত হয়ে আছে। সৃষ্টির মূলেই রয়েছে এই আত্মা। আত্মাই ব্রহ্ম। আত্মা বা ব্রহ্মই বিশ্বের সাথে একত্র হয়ে অবস্থান করছেন। এই আত্মা বা ব্রহ্ম সর্বত্র আছেন– 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। ভোগবিমুখ হয়ে আত্মাকে প্রিয় থেকে প্রিয়তর, ধনসম্পদ থেকে প্রিয়তর, অন্য সব কিছু থেকে প্রিয়তর মনে করবে। আত্মাকে প্রিয় বলে উপাসনা করবে। আত্মাই পরম অমৃত। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের এই ব্রহ্মজ্ঞান তৃপ্ত করল মৈত্রেয়ীকে। তিনি জানলেন, অমৃতের জন্য দূরে কোথাও যাওয়ার দরকার নেই, অমৃত আছে তাঁর অন্তরে– আত্মারূপে।

মৈত্রেয়ী আত্মার তত্ত্ব জানলেন। লাভ করলেন অমৃতত্ব।

সারাংশ

যাজ্ঞবল্ক্যের কথা শুনে বিমর্ষ হয়ে মৈত্রেয়ী জানালেন, 'যার দ্বারা আমি অমৃতত্ব লাভ করতে পারব না, তা দিয়ে আমি কি করব?' তিনি ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে অমৃতত্বলাভের সন্ধান দিতে বললেন। যাজ্ঞবল্ক্য বললেন যে, আত্মাই পরমাত্মার অংশ হিসেবে সর্বত্র বিস্তৃত হয়ে আছে। আত্মাই ব্রহ্ম। আত্মা বা ব্রহ্ম সর্বত্র আছেন – 'সর্বং ঋল্বিদং ব্রহ্ম'। আত্মাকে লাভ করাই অমৃতত্ব লাভ করা। মৈত্রেয়ী বুঝলেন, অমৃতের অবস্থান অন্তরে। আত্মরূপে। আত্মাকে জানলে অমৃতত্ব লাভ করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১২.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. 'যার দ্বারা আমি অমৃত লাভ করতে পারব না, তা দিয়ে আমি কি করব? – কথাটি কে বলেছিলেন?
   ক. যাজ্ঞবল্ক্য   খ. কাত্যায়নী
   গ. মৈত্রেয়ী   ঘ. গার্গী

২. মৈত্রেয়ীর কি দেখে যাজ্ঞবল্ক্য আনন্দিত হলেন?
   ক. রূপ দেখে   খ. গুছিয়ে সংসার করা দেখে
   গ. সন্তানের প্রতি মমতা দেখে   ঘ. অমৃতত্বলাভে উৎসাহ দেখে

৩. মানুষের প্রধান প্রীতির বস্তু কি?
   ক. ধনসম্পদ   খ. পুত্র-কন্যা
   গ. আত্মা   ঘ. জীবন

৪. 'আত্মাই অমৃত'– কথাটি কে বলেছেন?
   ক. ঋষি কণ্ব   খ. ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য
   গ. ঋষি কাশ্যপ   ঘ. ঋষি দুর্বাসা

৫. মৈত্রেয়ী কি লাভ করেছিলেন?
   ক. অনেক ধনসম্পদ   খ. সুদর্শন পুত্র
   গ. অমৃতত্ব   ঘ গুপ্তধন

রচনামূলক প্রশ্নমালা

১. 'নামমাহাত্ম্য' উপাখ্যানটি নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন। [পাঠ-১ ও পাঠ-২ দেখুন]
২. রত্নাকর কিভাবে বাল্মীকি ঋষিতে পরিণত হল সংক্ষেপে লিখুন।
   [পাঠ-১ ও পাঠ-২ মিলিয়ে লিখুন]
৩. ধর্মবল উপাখ্যানটি নিজের ভাষায় লিখুন। [পাঠ-৩ ও পাঠ-৪ মিলিয়ে লিখুন]
৪. 'মৈত্রেয়ীর অমৃতত্বলাভ' শীর্ষক উপাখ্যানটি নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন।
   [পাঠ-৫ ও পাঠ-৬ মিলিয়ে লিখুন]
৫. মৈত্রেয়ীর চরিত্র বর্ণনা করুন। [পাঠ-৫ ও পাঠ-৬ মিলিয়ে লিখুন]
৬. **সংক্ষেপে উত্তর দিন :**
   ক. নাম মাহাত্ম্য কাকে বলে? [পাঠ - ১ দেখুন]
   খ. রত্নাকর রামনাম উচ্চারণ করতে পারল না কেন? [পাঠ - ২ দেখুন]
   গ. রত্নাকর কিসের গুণে এবং কিভাবে পাপ থেকে উদ্ধার পেল? [পাঠ - ২ দেখুন]
   ঘ. রাজা উশীনর কেন কপোতকে রক্ষা করতে চাইলেন? [পাঠ - ৩ দেখুন]
   ঙ. কিছুতেই নিজের ওজন কপোতের ওজনের সমান হচ্ছে না দেখে উশীনর কি করলেন? [পাঠ - ৪ দেখুন]
   চ. যাজ্ঞবল্ক্য কোথায় যেতে চেয়েছিলেন? তিনি দুই স্ত্রীকে ডেকে কি বলেছিলেন? [পাঠ - ৫ দেখুন]
   ছ. যাজ্ঞবল্ক্যের কথা শুনে মৈত্রেয়ী কি বলেছিলেন? [পাঠ - ৬ দেখুন]
   জ. যাজ্ঞবল্ক্য 'অমৃতত্ব' বলতে কি বুঝিয়েছেন? [পাঠ - ৬ দেখুন]

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১২.১
১. খ ; ২. গ ; ৩. খ ; ৪. খ ; ৫. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১২.২
১. ঘ ; ২. ক ; ৩. ঘ ; ৪. গ ; ৫. খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১২.৩
১. ক ; ২. ঘ ; ৩. খ ; ৪. খ ; ৫. খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১২.৪
১. ক ; ২. খ ; ৩. গ ; ৪. ঘ ; ৫. গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১২.৫
১. খ ; ২. ক ; ৩. ঘ ; ৪. ঘ ; ৫. খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১২.৬
১. গ ; ২. ঘ ; ৩. গ ; ৪. খ, ৫. গ